নীট বুলেটিন

BKMEA
Working Today To Shine Tomorrow

বিকেএমইএ-এর মাসিক প্রকাশনা। রেজি-ডিএ ৯৪। বর্ষ ০৬। সংখ্যা ০১। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৮

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধনের পর প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক
পাশে উপস্থিত এই কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপক এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স পাঁচ তলায় উত্তরণের দাবি এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপির

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম সেলিম ওসামান এমপির উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক উন্নয়নে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। গত ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় লঞ্চ টার্মিনালের পাশে নারায়ণগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি। এসময় একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনতলা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সকে পাঁচতলায় উন্নীত করতে মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন থানা ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধারা লাল সবুজের পোশাকে সজ্জিত হয়ে পতাকা হাতে অনুষ্ঠান স্থলে যোগ দেন। এসময় চাষাড়া মোড় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় যোগ দেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম সেলিম ওসমান। রাস্তার দুইপাশে স্কুলের শিক্ষার্থীরা ফুল দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের এই পদযাত্রাকে স্বাগত জানায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি নবনির্মিত তিন তলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সকে পাঁচতলায় উন্নীত করার দাবি জানান মন্ত্রীর কাছে। সেই সাথে বন্দরের ওপারে আরো একটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের নির্মাণ [বাকি অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নারায়ণগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতীর কল্যাণে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি

সমাবেশ স্থলে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধা

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার ৪৭তম বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হলো। এ কৃতিত্বে দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাত নীটওয়্যারের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ৩৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ অবদানের পাশাপাশি জিডিপিতে ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ অবদান রেখে চলেছে এই খাত। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় পোশাক শিল্পে টিকে থাকার প্রতিযোগিতাকে চ্যালেঞ্জ করে বিকেএমইএ বাংলাদেশের নীট শিল্পের অগ্রগতিকে ধরে রেখেছে। বিকেএমইএ তার কার্যক্রম কেবল নতুন বাজার অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং তা ধরে রাখতে পূর্বের তুলনায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যথেষ্ট কৌশলী হয়েছে। আর তা বাস্তবায়নে উৎপাদন ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা বিধানের জন্য উদ্যোক্তার পাশাপাশি শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্যও বরাবরের মতোই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে বিকেএমইএ। সে লক্ষ্য সামনে রেখে নীটওয়্যার শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাসহ তার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিকেএমইএ শ্রমিক ডাটাবেইজ বাস্তবায়নের যে কাজ হাতে নিয়েছিলো তা প্রায় শেষের পথে। বায়োমেট্রিক এই ডাটাবেইসে শ্রমিকের নাম, পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, বয়স, চাকরির গ্রেড, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর এবং আঙ্গুলের ছাপসহ প্রত্যেক শ্রমিকের একটি স্বতন্ত্র নম্বর যুক্ত থাকবে যা শ্রমিক সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের সনাতন পদ্ধতির অবসান ঘটাবে। এর হাত ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের আধুনিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হবে দেশের বৃহত্তম এই রপ্তানি খাত।

শোকবার্তা

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত দেশের অন্যতম রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান **এস পি গ্রুপের** চেয়ারম্যান **মিসেস সবিতা রানী সাহা** (৫৫) গত ৩০/০৩/২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ সময় দুপুর ১.৫৫ মিঃ এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি এস পি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুবল চন্দ্র সাহার স্ত্রী। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠান গত ৩১/০৩/২০১৮ রোজ শনিবার রাত্রি ১১.৫৫ ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ মহাশ্মশানে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এর পরিচালক মোঃ শাহাদাত হোসেন ভুঁইয়া মাতা এবং মরহুম হাজী আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়ার স্ত্রী **মোসাম্মাৎ মনোয়ারা বেগম** গত ১১/০৪/২০১৮ তারিখে হৃদরোগজনিত কারণে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। ঐদিন বাদ আসর চাষাড়া জামে মসজিদে মরহুমের প্রথম এবং কুমিল্লাতে বাদ এশা দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর স্বামীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান রেখে যান।

তাঁদের মৃত্যুতে বিকেএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তাবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশকে ছয়টি পিক-আপ ভ্যান হস্তান্তর করলেন বিকেএমইএ সভাপতি

নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে ছয়টি পিক-আপ ভ্যানের চাবি হস্তান্তর করছেন বিকেএমইএ সভাপতি এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের ব্যবহারের জন্য জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ছয়টি পিক-আপ ভ্যান হস্তান্তর করেছেন বিকেএমইএ সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম সেলিম ওসমান। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ লাইনসে পুলিশ সুপার মঈনুল হকের হাতে গাড়িগুলোর চাবি

নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে ছয়টি পিক-আপ ভ্যান হস্তান্তর

তুলে দেন তিনি। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সফররত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে করা প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হিসেবে ছয়টি পিক-আপ ভ্যান হস্তান্তর করেন বিকেএমইএ সভাপতি।

এসময় বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু এবং বর্তমান সরকার পুলিশের উপর আস্থাশীল। আজ যে পিক-আপ ভ্যানগুলো পুলিশের কাছে দেওয়া হলো তা জনগণের কাজে লাগবে। নারায়ণগঞ্জের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও তা বজায় রাখতে তিনি সাধারণ জনগণ, পুলিশ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, আইনজীবিসহ সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

হস্তান্তরকৃত ছয়টি পিক-আপ ভ্যানের মধ্যে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে দুইটি, বিকেএমইএ সভাপতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উইজডম অ্যাটায়ার্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে দুইটি, বিকেএমইএ'র পরিচালক অমল পোদ্দারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেট্রো গার্মেন্টসের [বাকি অংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

তৈরি পোশাকের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না বাংলাদেশ

লিড টাইম বেশি লাগা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন সেবা সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক কিনে নিজেদের বাজারে দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশি দামে বিক্রি করছে বিদেশি পোশাক ব্র্যান্ডগুলো। তবে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতাকেও দায়ী করেছেন অনেকে। নিয়মিত কাজ না থাকায় শ্রমিকের বেতন ও ব্যবস্থাপনার খরচ যোগাতে অনেক মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে অর্ডার নিতে বাধ্য হয়।

আবার এমন অনেক পণ্য আছে যার দাম গত ৩০ বছর ধরে একই রকম আছে। কিন্তু যোগ হয়েছে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, শ্রমিকের সন্তানের দিবা যত্ন কেন্দ্র, শ্রমিকের বিনোদন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন শর্ত। এতে উৎপাদন ব্যয় গত কয়েক দশকে দ্বিগুণ বাড়লেও বাড়েনি পণ্যমূল্য। এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন অনেক উদ্যোক্তা। তাদের মতে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো একজোট হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে যে কারণে ন্যায্য মূল্য থেকে উদ্যোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তাদের অভিমত।

এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম গঠিত হয়। তৈরি পোশাকের ন্যায্যমূল্য আদায়ই ছিলো এই ফোরামের লক্ষ্য। ২০১৬ সালে চীনের সাংহাইয়ে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারেনি এই ফোরাম।

বাজার পদ্ধতির এই কৌশলের জন্য সাধারণ ক্রেতা, উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা ঠকছেন বলে মনে করেন এই খাতের উদ্যোক্তারা। ব্র্যান্ডগুলো যদি পোশাকের ন্যায্যমূল্য দেয় তবে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে পারতেন তারা। বাজার ব্যবস্থার এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হবে বলে তারা মনে করেন। আর তা না হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে উদ্যোক্তাদের আশঙ্কা।

জুলাইয়ের মধ্যেই শেষ হবে বিকেএমইএ'র ডাটাবেইস বাস্তবায়নের কাজ

নীট শ্রমিকদের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস তৈরির কাজ আগামী জুলাইয়ের মধ্যেই শেষ করবে বিকেএমইএ। এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের গ্রুপ বিমা ও সরকারের কল্যাণ তহবিলের সুবিধাসহ শ্রমিকদের হালনাগাদ তথ্য পেতে ও সনাক্তকরণে কাজে লাগবে এই ডাটাবেইস।

২০১৬ সালের ১৫ মে শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রিয় তহবিল পরিচালনা পর্ষদের এক বৈঠকে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পোশাক শ্রমিকদের অনুদান দিতে বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারাখানার শ্রমিকদের তথ্য সংবলিত বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে একটি সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় বিকেএমইএ। ইতিমধ্যেই সদস্যভুক্ত ১৪৭টি নীট কারখানার শ্রমিকদের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে।

শুরুর দিকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে কারখানা মালিকদের অনাগ্রহ এবং কাঠামোগত দুর্বলতার মতো প্রতিবন্ধকতাগুলো বিদ্যমান ছিলো। তবে ডাটাবেইস ছাড়া কারখানার সদস্যপদ নবায়ন না করা এবং ইউডি ইস্যু না করার মাধ্যমে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হয় কারখানা মালিকদের। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে উঠেছে বিকেএমইএ। আগামী জুলাই ২০১৮'র মধ্যে ডাটাবেইস তৈরির কাজ শতভাগ শেষ হবে বলে বিকেএমইএ আশা প্রকাশ করে। এর পর তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জমা দিবে বিকেএমইএ।

ডাটাবেইসে শ্রমিকের নাম, পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, বয়স, চাকরির গ্রেড, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর এবং আঙুলের ছাপসহ প্রত্যেক শ্রমিকের একটি স্বতন্ত্র নম্বর যুক্ত থাকে। যা থেকে দেশের পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা জানা যাবে। এমনকি নারী পুরুষের সংখ্যাও আলাদাভাবে জানা সম্ভব হবে। যদি কোনো শ্রমিক এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যায় তবে তার কর্মক্ষেত্রের অতীত ইতিহাসও জানা যাবে এই ডাটাবেইসের মাধ্যমে। শুধু তাই নয় কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকদের সনাক্ত করা, গ্রুপ বিমা, সরকারের কল্যাণ তহবিলের অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে এই বায়োমেট্রিক ডাটাবেইস।

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স পাঁচ তলায় উত্তরণের দাবি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] কাজ দ্রুত শেষ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, যেসকল মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার জায়গা নেই তাদের জন্য ৭ হাজার বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে একনেকের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আগামীতে যেসকল মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করবেন তাদের কবর একই ডিজাইনে হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, নারায়ণগঞ্জের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি এবং দুই বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে তা উদ্বোধন করলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। নদীর ওপারে নির্মাণাধীন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের কাজও স্বল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বলে সভায় জানানো হয়।

পোশাক শিল্পে 'ফায়ার সেইফটি প্ল্যান'

[চতুর্থ পৃষ্ঠার পর] মত বিনিময় সভায় বিকেএমইএ পরিচালক নীট কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেজর শাকিল নেওয়াজ ফায়ার সেইফটি প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন এবং এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এছাড়াও উক্ত মতবিনিময় সভায় বিকেএমইএ'র চট্টগ্রাম কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজিএমইএ ও চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন পোশাক কারখানার মালিকগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

কাস্টমস বন্ড কমিশনার এর সাথে

[চতুর্থ পৃষ্ঠার পর] পরিচালক মোহাম্মেদ হোসেন জ্যাকি, ফোর এইচ গ্রুপের কর্মকর্তা নওশাদ চৌধুরী মিঠু প্রমুখ।

সৌজন্য সাক্ষাতকালে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে কমিশনারকে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, বন্ড কমিশনারেট পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে গার্মেন্টিস সেক্টরের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিরাজমান সমস্যা সমূহ নিরসনে সচেষ্ট হবেন। এছাড়া পোষাক শিল্পের বিরাজমান কিছু সমস্যা যথাক্রমে কারখানা স্থানান্তর, সম্প্রসারণ, মেশিনারীসহ কাঁচামালের স্থানান্তর কার্যক্রম দ্রুত অনুমোদন প্রদান, দ্রুত বন্ড নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদান, বাৎসরিক অডিট, মালিকানা পরিবর্তন, জেনারেল বন্ড সম্পাদন, স্থায়ী বন্ড স্থানান্তর, লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন, সংযোজন, বন্ড লাইসেন্স এ নতুন কাঁচামাল সংযোজন, কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।

নব নিযুক্ত কমিশনার বন্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে তৈরি পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে আর এ লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সভায় কমিশনার বিকেএমইএ কর্তৃক উপস্থাপিত সমস্যাসমূহের সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম কমিশনার মোঃ শফিউর রহমান, সহকারী কমিশনার মোঃ আমীর মামুন, বিকেএমইএ'র সিনিয়র যুগ্ম সচিব মোঃ আলতাফ উদ্দিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

নতুন বাজার ধরে রাখতে বিকেএমইএ'র উদ্যোগ অব্যাহত

তৈরি পোশাকের প্রচলিত বাজারের উপর নির্ভরতা কমাতে ২০০৮ সাল থেকে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেও আশানুরূপ সাড়া মিলছে না ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে নতুন বাজার শ্রেণির আটটি দেশ থেকে। এ লক্ষ্যে বিকেএমইএ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

চলতি অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাকের সামগ্রিক রপ্তানি বেড়েছে আগের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি। কিন্তু নতুন বাজারে গত ছয় মাসে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ। গত অর্থ বছরে একই সময়ে এই পরিমাণ ছিলো ৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ যা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ছিলো ৮ শতাংশের বেশি।

প্রচলিত ও নতুন বাজারসহ বৈশ্বিক নীটওয়্যার বাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখতে বিকেএমইএ ইতিমধ্যেই ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হয়। যেখানে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে ইবিএ সুবিধা আগামী ১২ বছর অব্যাহত রাখতে ইইউ রাষ্ট্রদূতের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এতে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ে ইইউ বিকেএমইএ'র সাথে কাজ করবে বলে জানানো হয়।

প্রচলিত বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮ টি দেশকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে এগুলোর বাইরেও ২৫ টি দেশকে নতুন বাজার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে গত এক দশক ধরে। এর মধ্যে ১১ টি দেশকে তৈরি পোশাকের নতুন বাজার তালিকায় সম্ভাবনাময় হিসেবে ধরা হয়। যার ৮টিতে রপ্তানি কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। এর মধ্যে তুরস্ক নিজেদের বাজার রক্ষায় চার বছর আগে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের উপর ২৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ফলে সেদেশে পোশাক রপ্তানি নেমেছে ২২ কোটি থেকে ১১ কোটি ডলারে।

তবে মধ্য প্রাচ্যে নীটওয়্যার রপ্তানি বাড়াতে ২০১৭ সালের মার্চ ও মে মাসে দুই দফায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ। যেখানে আরব আমিরাতের নীটওয়্যার আমদানিকারক ও ক্রেতা গোষ্ঠির তালিকা আহ্বান করে বিকেএমইএ। যাতে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা প্রতিযোগিতামূলক দামে উন্নত মানের নীটপণ্য আমিরাতের বাজারে রপ্তানি করতে পারে। এছাড়া ওই বছরের মার্চে বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতারের রাষ্ট্রদূতের সাথেও সাক্ষাৎ করেন বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ। যেখানে ২০২০ ফুটবল বিশ্বকাপের জার্সি বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

নতুন বাজার শ্রেণির না হলেও বিকল্প বাজার হিসেবে এছাড়া ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বাজার বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময়। এলক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনায় ব্রাজিলীয় দূতাবাসের মাধ্যমে সে দেশের সাথে সরাসরি বাণিজ্য শুরু করার আহ্বান জানায় বিকেএমইএ। এছাড়া দুই দেশের আমদানি-রপ্তানিকারকদের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রাজিলের আমদানিকারকদের নিয়ে সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব করে বিকেএমইএ। অন্যদিকে একই বছরের মার্চ মাসে কেনিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কেনিয়ায় নীট পণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান শুল্ক বাধা দূর করতে আহ্বান জানায় বিকেএমইএ। সেই সাথে বাংলাদেশ-কেনিয়া বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালী করতে দুই দেশের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ।

অন্যান্য যে দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে তার মধ্যে চীনে ১৯ কোটি থেকে ১২ কোটি ডলারে নেমেছে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭)। পতনের এই হার ১২ শতাংশের বেশি। জাপানে রপ্তানির পরিমাণ ৩৭ কোটি থেকে ৩৬ কোটিতে নেমেছে। তবে ভারতে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ডলারে। অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় বেড়েছে যথাক্রমে ১০ ও ১৫ শতাংশ।

পোশাক রপ্তানির এই চিত্রের পেছনে যোগাযোগের ঘাটতি, প্রাযুক্তিক অপ্রতুলতা ও বিনিয়োগের অভাবকেই মূল কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে সেসব দেশে অফিস খুলে পণ্য সম্পর্কে স্থানীয়দের মাঝে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করা, প্রতিযোগী দেশগুলো কোন প্রক্রিয়ায় বাজার সম্প্রসারণ করছে তা পর্যবেক্ষণ করাসহ যোগাযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদেশে বাংলাদেশি মিশন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না বলেও তাদের অভিমত।

ভ্যান হস্তান্তর করলেন বিকেএমইএ সভাপতি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর] পক্ষ থেকে একটি এবং নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে একটি পিক-আপ ভ্যান পুলিশের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। এর মধ্য থেকে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা দুইটি, ফতুল্লা মডেল থানা একটি, বন্দর থানা দুইটি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ একটি পিক-আপ ভ্যান ব্যবহার করবে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের এমপি এ.কে.এম শামীম ওসমানের কাছে দুইটি পিক-আপ ভ্যানের অনুরোধের পাশাপাশি পুলিশের ভিআইপি ডিউটির সুবিধার্থে মন্ত্রণালয় থেকে আরো দুইটি স্পেশাল পিক-আপ ভ্যান ব্যবস্থার কথা বলেন বিকেএমইএ সভাপতি এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি। পিক-আপ ভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিকেএমইএ'র প্রথম সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, সহ-সভাপতি (অর্থ) হুমায়ুন কবীর খান শিল্পী, পরিচালক জিএম ফারুক, মোর্শেদ সারোয়ার সোহেল, বিকেএমইএ'র প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মন্জুরুল হক, নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি খালেদ হায়দার খান কাজলসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে বিকেএমইএ'র শোভাযাত্রা

উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিকেএমইএ'র আনন্দ শোভাযাত্রার খণ্ডচিত্র

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করে বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)। শোভাযাত্রাটি বিকেএমইএ ঢাকা কার্যালয় থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শেষ হয়। এতে বিকেএমইএ'র প্রথম সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ, সহ-সভাপতি (অর্থ) হুমায়ুন কবীর খাঁন শিল্পী, পরিচালক জি এম ফারুকসহ বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত বিভিন্ন নীটওয়্যার কারখানার মালিক, শ্রমিকসহ বিকেএমইএ'র কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের এই অর্জনে বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, এমপিসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে দেশবাসীকে সরকারের প্রতি অব্যাহত সহযোগিতার আহ্বান জানান তারা।

এর আগে সকালে নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে আনন্দ শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রাটি বিকেএমইএ প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। এতে বিকেএমইএ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারিসহ বিভিন্ন নীটওয়্যার কারখানার মালিক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট নীটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ ছিলো ১৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপি ও রপ্তানি বাণিজ্যে যার অবদান যথাক্রমে ৬ দশমিক ০৩ এবং ৩৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এছাড়া নীটওয়্যার রপ্তানির নতুন ও বিকল্প বাজার হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি বাড়াতে গবেষণা, যোগাযোগ ও অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে বিকেএমইএ।

পোশাক শিল্পে 'ফায়ার সেইফটি প্ল্যান' বিষয়ক আলোচনায় বিকেএমইএ'র অংশগ্রহণ

পোশাক শিল্পে 'ফায়ার সেইফটি প্ল্যান' বিষয়ে বিকেএমইএ ও বিজিএমইএ'র সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গত ১৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামের খুলশীতে বিজিএমইএ কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা পরিচালক মেজর এ.কে.এম শাকিল নেওয়াজ (অপাঃ ও মেইনঃ)। এতে বিকেএমইএ'র প্রতিনিধিত্ব করেন বিকেএমইএ'র সাবেক পরিচালক শওকত ওসমান। [বাকি অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কাস্টমস বন্ড কমিশনার এর সাথে বিকেএমইএ'র সৌজন্য সাক্ষাত

বিকেএমইএর নেতৃবৃন্দ বন্ড কাস্টমস কমিশনারেট চট্টগ্রাম এর কমিশনার মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এর সাথে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বন্ড অফিসে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি জনাব গওহর সিরাজ জামিল এর নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএ'র পরিচালক শহিদ উদ্দিন আহম্মেদ আযাদ, রাজীব দাশ সুজয়, বিকেএমইএ'র সদস্য ফজলে করিম লিটন, মি. জান্টিং টাং, আহমেদ নূর ফয়সাল, মোঃ রেজাউল করিম বাদল, ফোর এইচ গ্রুপের [বাকি অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বক্তব্য রাখছেন বিকেএমইএ'র সাবেক পরিচালক ও স্ট্যান্ডিং অ্যাফেয়ার্স কমিটি চট্টগ্রাম-এর চেয়ারম্যান শওকত ওসমান পাশে উপবিষ্ট ফায়ারসার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এর পরিচালক মেজর এ.কে.এম শাকিল নেওয়াজ (অপাঃ ও মেইনঃ)

কাস্টমস বন্ড কমিশনারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ

সম্পাদক - মো: হুমায়ুন কবীর খাঁন শিল্পী . নির্বাহী সম্পাদক - সুলভ চৌধুরী . বিকেএমইএ'র প্রধান কার্যালয় - প্রেস ক্লাব ভবন, ২৩৩/১ (২য় তলা), বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৮৮০-২-৭৬৪১৮৫৭, ৭৬৪১২৯৫, ৭৬৪০৫৩৫, ৭৬৪৭৬৪৬ ফ্যাক্স : ৭৬৩০৬০৯ E-mail : info@bkmea.com, bkmeapublication@gmail.com Website : www.bkmea.com